সরকার ‘গুম’কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে: রিজভী

বর্তমান সরকার ‘গুম’কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

‘আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস’ উপলক্ষে শুক্রবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন তিনি।

রিজভী বলেন, নিখোঁজ হওয়ার ভয়ে মানুষ যাতে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে না ওঠে সেজন্য সরকার ‘গুম’কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। বিরোধী দল ও মতকে নির্মূল করে রাষ্ট্র-সমাজে একমাত্রিকতা, কর্তৃত্ববাদী ও একদলীয় শাসনব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করাই এর মূল লক্ষ্য।

আওয়ামী সরকারই দেশে ‘গুমে’র ইতিহাস সৃষ্টি করেছে– এমন অভিযোগ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে বর্তমান গুমের ধারাবাহিকতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যার শুরু ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে।

রিজভী অভিযোগ করেন, ‘গণতন্ত্রের অকাল প্রয়াণ ঘটানোর জন্যই ক্ষমতাসীনরা গুমের মত অমানবিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। গণতন্ত্র হত্যায় রাষ্ট্রের এই নিষ্ঠুর চেহারা দেখে জনগণ শোক জানাতেও ভয় পায়।’

রাষ্ট্রীয় মদদ ছাড়া কাউকে গুম করা অসম্ভব বলেও এ সময় দাবি করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে রিজভী পরিসংখ্যান তুলে ধরে দাবি করেন, দুই মেয়াদে আওয়ামী লীগের ১০ বছরের শাসনামলে দেশে ১ হাজার ২০৯ জন মানুষ গুম হয়েছে। একদিন অবশ্যই তদন্ত করে এসব ‘গুমে’র বিচার হবে বলেও এ সময় মন্তব্য করেন তিনি।